দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 MAR 1988

পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

005

এসএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের কড়াকড়ি ব্যবস্থা শিথিল করা হয়েছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এই পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবছর কিছু কড়াকড়ি ব্যবস্থা আরোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন মহলের চাপের মুখে সেগুলো শিথিল করতে হয়েছে।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক হারে গণ-টোকাটুকির অতীত ঘটনার প্রেক্ষিতে এ বছর প্রতি উপজেলা সদরে একটিমাত্র কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণ এবং সকল উপকেন্দ্র বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এছাড়া এক-উপজেলার কোন স্কুলের পরীক্ষার্থীদের অন্য উপজেলা পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবার ওপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব সিদ্ধান্ত শিথিল করা হয়। ইতিপূর্বে বাতিল করা পূর্বধলা ও কলমাকান্দা উপজেলা সদরের দু'টি পরীক্ষা কেন্দ্রসহ ঢাকা বোর্ডের ২৭টি উপকেন্দ্রের মধ্যে ২১টি উপকেন্দ্রের ওপর থেকে বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

(শেষ পৃ: ৭-এর ক: দ্র:)

শিথিল করা হয়েছে

(১ম পাতার পর)

বাকী ৬টি উপকেন্দ্রসহ আরো নতুন উপকেন্দ্র স্থাপনের দাবীতে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মহলের চাপ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসকের সুপারিশ থাকলে এক উপজেলার কোন স্কুলের পরীক্ষার্থীরা অন্য উপজেলায় পরীক্ষা দিতে পারবে বলেও পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরীক্ষা কেন্দ্রের নিরাপত্তা বিধান ও সুষ্ঠু পরীক্ষা গ্রহণের জন্য যে পরিমাণ আইন রক্ষাকারী সদস্যসহ অন্যান্য উপকরণের প্রয়োজন হয় প্রায়শ:ই এর অভাব পরিলক্ষিত হবার কারণে এ বছর প্রতি উপজেলায় একটি কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। পরে অতিরিক্ত পরীক্ষার্থীর চাপ, তাদের থাকা-খাওয়ার অসুবিধাসহ বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বাতিল ঘোষিত উপকেন্দ্রগুলো পুনরায় স্থাপনের জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে চাপ সৃষ্টি করা হয়। এই চাপের মুখেই শেষ পর্যন্ত গৃহীত সিদ্ধান্ত শিথিল করা হয় বলে একটি সূত্র থেকে জানা গেছে। একইভাবে চাপের মুখে এক উপজেলা থেকে অন্য উপজেলা কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবার ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়।

এ বছর ৪টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট ৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৭২ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হেদায়েত আহমদ গত বৃহস্পতিবার সারা দেশে জেলা প্রশাসকদের নিকট প্রেরিত এক বার্তায় সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশ দিয়েছেন। পরীক্ষা কেন্দ্রে অবাঞ্ছিত ঘটনা প্রতিরোধের এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিদর্শক ও কর্মচারীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য পুলিশ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

কোন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কোন শৈথিল্য দেখা গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া কোন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা না হওয়ার রিপোর্ট পাওয়া গেলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকের অথবা দোষী শিক্ষকের টিচার্স বেনিফিট বন্ধসহ সংশ্লিষ্ট গ্রান্ট বন্ধ করে দেয়া হবে বলে সতর্ক করে দেয়া হয়। কোন পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করলে অথবা সুষ্ঠু পরীক্ষা পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি করলে ১৯৮০ সনের পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুসারে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে।